জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতায় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 25th Feb. 1953 { ৩৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
C. P. Service

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৯ সাল

দিল্‌লাগী না দিল্‌কা বাত্‌

(ঠাট্টা তামাসা) (অন্তরের কথা)

ইংরাজী ভাষায় পবিত্র, বিশুদ্ধ, ধাম্মিক প্রভৃতিকে বলে 'হোলী' (Holy), আর বিহারী ভাষায় বা পশ্চিম দেশীয় ভাষায় দোলযাত্রার সময় যে বসন্তোৎসব হয় তাহার নাম হোলী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যলীলায় এই বসন্তকালে রাখালসখা ও সখিগণসহ আবীর, কুঙ্কুম, পিচকারী দ্বারা রং খেলিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার ভক্তগণ ভগবানের অনুকরণে বসন্ত পূর্ণিমায় দোলযাত্রার সময় আবীর রং ইত্যাদি লইয়া নিজেদের বন্ধুবান্ধবকে লইয়া এই উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। বাঙালী অপেক্ষা দেশোয়ালী ভেইয়াদের এই উৎসবে বেশী মত্ত হইতে দেখা যায়। বাঙলায় যে সব পশ্চিমা লোক কার্য্যের অনুরোধে বসবাস করিতেছে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহারা ঢোলক ও ঝাঁজ বাজাইয়া সুমধুর সুরে গান ও বাজনার মধুরত্বে প্রতিবেশী জনগণের কর্ণকুহরে যে শ্রুতিসুখ বিতরণ করে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। হিন্দুস্থানীরা যে পল্লীতে বাস করে, বিশেষতঃ পুলিশের থানা বা ফাঁড়িতে ইংরাজ আমলেও এই কর্ণজ্বালাতনকর সঙ্গীত ও বাদ্যে ইংরাজ পুলিশ সাহেবরাও ধর্ম্মের দোহাই মানিয়া আইনানুসারে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে বা এই সময়ে মফঃস্বলে নিভৃত ডাক বাংলায় আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে এই উৎসবের মাত্রা বাড়িয়াছে, বই কমে নাই। যে সমস্ত পশ্চিমা বাংলা দেশে ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি বা কোটিপতি হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহাদের ছেলেরা সুবাসিত গোলাপ জলে রং গুলিয়া সুগন্ধযুক্ত আবীর কুঙ্কুমাদি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। তাহাদের হাতের পিতলের বা অবস্থাভেদে চাঁদিরূপার পিচকারীর অনুকরণে যখন আমাদের নিজবাসভূমে পরবাসী কাঙালী বাঙালীর দুলালেরা একটা ভাঙা বালতীতে দুপয়সার খুনখারাপী রং গুলিয়া টিনের পিচকারী বা বাঁশের পিচকারী লইয়া নিরীহ পথিকের উপর উৎপাত সুরু করে, তখন দুয়ের তুলনা করিয়া বাংলার প্রাচীন প্রবাদটী বলিতে ইচ্ছা হয়—

"ছোট লোকের দেমাক হ'লে
লম্বা ছাড়ে কোঁচা,
ময়ূরের নিত্যি (নৃত্য) দেখে
নিত্যি করে পেঁচা।"

উৎসবের নোঙরামি অনুকরণ করিতে যেমন উৎসাহ দেখা যায় ওদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও ব্যবসাদির অনুকরণের স্পৃহা বলবতী হইলে বাঙলার চেহারা ফিরে যেতো। হোলীর উৎপাত সহা যাদের ধাতে সয় না দিন ২।৩ তিন জেলে আবদ্ধ থাকার মত বাড়ীতে অবস্থান করিয়া, কিংবা যখন হৈ হল্লা শুনা যাবে তখন কোনও রকমে এই সব ভগবদনুকরণকারী ভক্ত বা ভক্ত নন্দনের হস্তে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করিবেন। নেহাৎ বাহিরে যাওয়া অনিবার্য্য হইলে গামছা বা ছেঁড়া কাপড় যদি থাকে তাই পরিয়া বাহির হইবেন।

বিহারী দরবারে হোলী

যখন ভারতের রাজধানী দিল্লীর মস্‌নদে অধিষ্ঠিত স্বাধীন ভারতের বাদশাহ রাষ্ট্রপতি বিহারাধিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়া বাঙলা ভাষায় ভাষণ দিয়া বাঙলার সহিত পরমাত্মীয়তা দেখাইতেছিলেন, তখন বাংলার হৃত অংশ (অবশ্য ইংরাজ কর্ত্তৃক) ফিরাইয়া দিবার প্রশ্নের উত্তর যে সুরে দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাংলার জন্য দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনের কথা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মুখের ভাব দেখিলেও বুকের ভাব বুঝিতে দেরী হয় না। সম্প্রতি বিহারী দরবারে দরবারী চিফ হুইপ শ্রীরামলক্ষ্মণ সিং যাদব বাংলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য এক ধুয়ো তুলিয়াছেন। এই হতভাগা দেশটাকে রেখে তার ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি না শুনিয়া এই দেশের কিয়দংশ উড়িষ্যার সামিল, কিয়দংশ আসামের সামিল করিয়া দিয়া বাকী মোটা অংশটা বিহারের সামিল করিয়া দিয়া সব জঞ্জাল চুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি কথাটা তুলিয়াছেন, শ্রকৃষ্ণ সিংহজী বাংলা ভাষাভাষী অংশ ফিরাইয়া দিবার কথা শুনিয়া যে ভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় —বড় বড়গুলি গভীর জলে থাকিয়া পোলারে বাত্রা (বার্ত্তা) লইতে পাঠাইয়াছেন। বাংলার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম মন্ত্রী শ্রীবিমল সিংহের এক-পত্রের উত্তরে ভারতের কর্ত্তা জহরলালজী সান্ত্বনা দিয়া হুইপের হুইপ বাংলার পিঠে পড়িবে না বলিয়া ভরসা দিয়াছেন যদিও, তবুও গুড় চুরি হইতে কংগ্রেসী ভুয়' মেম্বর নিয়োগ পর্য্যন্ত তাঁহার বিহারের প্রতি স্নেহদৌর্ব্বল্যের ঢের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা যাহা বলে তাহাই প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হয়, আর বিহারের হুইপ বুঝি মধু বেত্র!

আমরা বাংলার নিদানে বিধানের বিধানের ভরসায় থাকিতে বাধ্য। দরবারী কর্ত্তা বিধান আর কংগ্রেসী কর্ত্তা অতুল্য (যাহার তুলনা নাই)। আমরা বিহারী বঁধুয়ার এই ব্যবহার কি জহরলালজীর সান্ত্বনাবাক্যে হোলীর দিল্‌লাগী (উপহাস) না দিল্‌কা বাত (অন্তরের কথা) বলিয়া গ্রহণ করিব?

আমরা শুনিয়াছি—হোলী উৎসবের সময় পশ্চিমে নানা স্থানে সঙ বাহির হয়। এক সময় একদল ডাকাত এক বুড়ীর সর্ব্বস্ব লুট করিয়া বুড়ীকে খাটিয়ার উপর শোয়াইয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ঘাড়ে লইয়া একজন ডাকাত তার মালপত্র মাথায় লইয়া দিবা দ্বিপ্রহরে সহরের মধ্য দিয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। বুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যত বলে—"এ সব ডাকু হ্যায়, হামারা সব চোরাকে লে জাতা হ্যায়।" ডাকাতরা তত নাচে আর গান করে—

"বুড়িয়া সাচ বোল্‌তি হ্যায়,
বুড়িয়া সাচ্‌ বোল্‌তি হ্যায়।"

লোকে মনে করে এটা হোলীর সঙ বুড়ীকে সাজিয়ে এ সব অভিনয় করছে। আমরা কি মনে করবো বুঝতে পারছি না। হুইপ বঁধুয়ার ইহা দিল্‌লাগী না স'চ্‌ বোল্‌তা হ্যায়। ভরসা বাঙলায়

নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ বাড়িয়াছে। এরই জোরে বাংলা আত্মরক্ষা করিবে। আমরা ভারতে জহরলালকে আর বাংলায় বিধানচন্দ্রকে দোলমঞ্চে কৃষ্ণজ্ঞানে সকলে শ্রীরাধিকা ও গোপিনীদের ভাষায় কাতর স্বরে বলি—

"মতি ভারোহো সঁইয়া
হাম্ পর আবিরী।
পাঁইয়া পাকাড়ি সব তো
দাসী তুঁহারি॥"

জঙ্গিপুরের ২০ বৎসর পুর্ব্বের

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী

দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন প্রেসিডেন্সী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনর মিঃ গার্ণার। তখন প্রধান অতিথি করার রেওয়াজ হয় নাই। দ্বার উদ্‌ঘাটন সময়ে জঙ্গিপুরের "ভাড়বোল" গানের সুরে গান হয়।

গান

দ্বার খোল্, দ্বার খোল্ জেগে উঠরে ভাই!
দেশের মড়া কৃষি শিল্প বাঁচিয়ে তোলা চাই।
জঙ্গিপুর মহকুমাতে যত শিল্প আছে,
একে একে বল্‌ছি সে সব আপনাদের কাছে।
জঙ্গিপুরের লৌহ শিল্প তুলনা নাই যার,
সম্মুখে জীবন্ত প্রমাণ হরি কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুরে রেশম শিল্প হয়নি আজও লোপ—
কাজ দেখে স্তাম্ভত যাদের সুসভ্য ইউরোপ।
আলমসাহী, ধুসরীপাড়া আর গোপালনগরে।
কত সুন্দর আসন, কম্বল গাড়রীদের ঘরে।
কাঠের কাজ এ অঞ্চলে যায়নি আজও উড়ে,
এখনও তার প্রমাণ দিবে তেঘরী রামপুরে।
বেত্রশিল্প সুবিখ্যাত আজও 'চড়কা' গ্রামে।
এই গ্রামটী সুবিখ্যাত বেতেপাড়া নামে।
জঙ্গিপুরের কাংসশিল্প নয়কো নেহাত বাজে,
মালুম হয় রোজ কাঁসারীদের হাতুড়ির আওয়াজে।
মাটির কলসী, হাঁড়ি, শরা, হ'তো লাখে লাখে,
জোতকমল আর বালিঘাটার কুম্ভকারের চাকে।
এলুমিনাম, এসে দেশটা করেছে দখল,
"লেড পইজন" ব্যাধিগুলি তারই ফলাফল।
আইলের উপর বাদ্যযন্ত্র তৈরী হতো কত—
ডুগী, তবলা কলিকাতা জোড়াসাঁকোর মত।
পুরাকাল হ'তে কাগজ দিচ্ছে ধুলিয়ান,
সাক্ষী মহাদেবনগরে কাগজী মুসলমান।
গীতবাদ্যে জঙ্গিপুর যেতোনাকো বাদ
নসীব-দোষে মরহুম আজ ইয়াকুব ওস্তাদ।

জঙ্গিপুরে

কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে সাগরদীঘি থানার কুন্দরী গ্রামের সঙ্গতিপন্ন চাষী শ্রীমধুসুদন মাজ্জিত মহাশয় জঙ্গিপুর কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সুসজ্জিত সভাস্থলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথি, উদ্বোধক, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবরুণ রায় বক্তৃতা করেন এবং জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে একটী মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাশেষে বোলপুর শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দ কর্ত্তৃক নানাবিধ গীতবাদ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রধান অতিথি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ম্যানুয়েল বিভাগের কাঠের কাজের ও শ্রীমতী আরতি ব্রহ্মের প্রচেষ্টায় গঠিত হরিজন সেবা-শিবির ষ্টলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় সবুজ-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের "শক্তির-মন্ত্র" অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন জঙ্গিপুর বারের উকিল শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীগুমানী দেওয়ান ও শ্রীলম্বোদর চক্রবর্ত্তীর কবি-গানের ব্যবস্থা আছে।

জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা-শাসক, মহকুমা কৃষি অফিসার এবং কৃষি-বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে প্রদর্শনীক্ষেত্রে এই মহকুমার অধিবাসিগণ তাঁহাদের কৃষিজাত দ্রব্য, সুচী-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, মডেল প্রভৃতি পাঠাইয়াছেন।

জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টস এসোসিয়েশন

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ জঙ্গিপুর সাব-ডিভিসন্যাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত শীতকালীন খেলাধূলা বেলা ১২টা হইতে অনুষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা উক্ত এসোসিয়েশনের সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। সেইজন্য তাঁহাদের নামে পৃথকভাবে পত্র দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় আমরা তাঁহাদিগকে উক্ত তারিখে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

শ্রীপ্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদেবীরতন নাথ
যুগ্ম-সম্পাদক।

খুন

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত আইলেরউপর গ্রামের স্বর্গীয় বিপিন মণ্ডলের পুত্র-বধূ গভীর রাত্রিতে আততায়ী কর্ত্তৃক খুন হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিয়া উক্ত গ্রাম হইতে তিন জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির নব-নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

আগামী ১০ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ৩ ঘটিকায় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইবে।

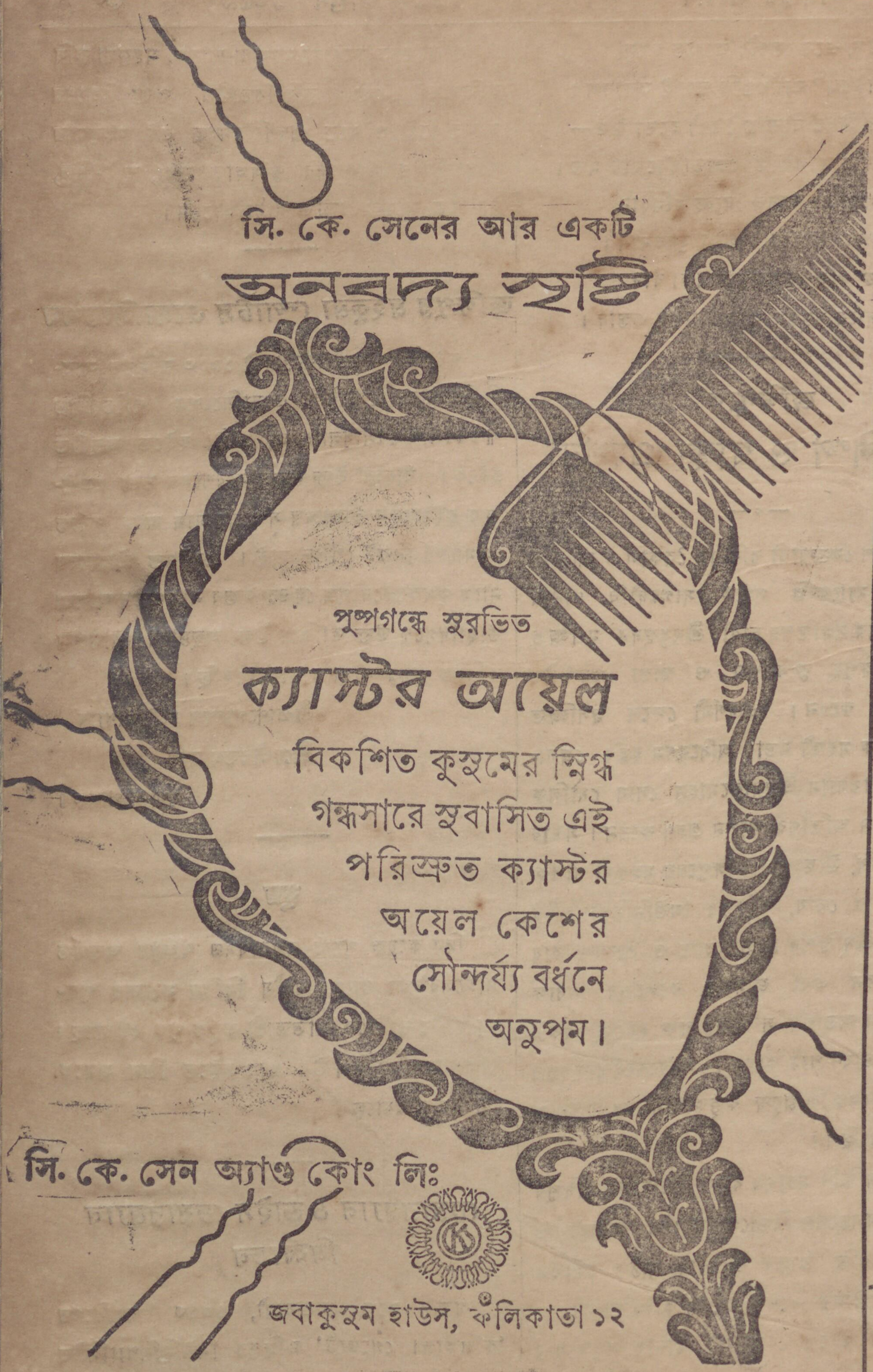
সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

ইলেকট্রিক সলিউসন
Electric
SOLE AGENT DR.D.D.HAZR
PATENT

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৴০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

এলোপ্যাথিক
ঔষধ
(প্রেসক্রিপসনের ও ব্যবস্থা আছে।
এখানে পাইকারী ও খুচরা সর্বপ্রকার ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়
ন্যাশনাল মেডিকেল হল
জিয়াগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ভদ্রপল্লীতে একখানি পোক্তা দ্বিতল বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৭ই মার্চ্চ ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১ থাং ডিঃ নীলরতন রায় দেং সিদ্দিক সেখ দিং দাবি ২০।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী ১-৪৬ শতকের কাত ২৲১৮।৴০ আঃ ৫৲ থং ৩৬০ রায়ত স্থিতিবান।

২ থাং ডিঃ ঐ দেং ছকুরুদ্দিন সেখ দিং দাবি ২৭৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী ৫০ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৫৲ থং ৩২১ অধীনস্থ থং ৩৫৩ রায়ত স্থিতিবান।

৪ থাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী দিং দাবি ৬৭।৵০ থানা স্থতি মৌজে মহেশাইল ৫-২৪ শতকের কাত ৮৷৷৵৯ আঃ ৪০৲ থং ৫৪৫

১০ থাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং উপকার বিবি দাবি ৯।৵৬ থানা নবাবগঞ্জ মৌজে দয়ারামপুর ১৪ শতকের কাত।৵১৭৷৷ আঃ ৫৲ থং ১৩

১১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২/১ থানা ঐ মৌজে বিনোদীঘি ৮ শতকের কাত ৸১৫ আঃ ৫৲ থং ৯৭

১২ থাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং হরিহর ঘোষাল দিং দাবি ২৭।৵৭ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ১-৬০ শতকের কাত ৬।৵৯ আঃ ১৫৲ থং ২২

১৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮৶/৯ মৌজাদি ঐ ২-৩৬ শতকের কাত ৭৶২ আঃ ১৫৲ থং ২৩

১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং শৈলবালা সেন দাবি ৮৮।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলড়ী ৪-৭৩ শতকের কাত ১৯৷৷০ আঃ ১৫৲ থং ৩৮

১৬ থাং ডিঃ ঐ দেং সুকুমার দত্ত দিং দাবি ৩২।৩ থানা ঐ মৌজে শিমলা ১-২২ শতকের কাত ৫৷৷০ আঃ ১৫৲ থং ৫৫

২০ থাং ডিঃ দাউদ হোসেন দেওয়ান দেং বিফল মাল দিং দাবি ১১৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সন্তোষপুর ২ শতকের কাত।৴০ আঃ ৫৲ থং ১১০ কোর্ফা স্বত্ব।

২২ থাং ডিঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দিং দেং শ্রীমন্ত মণ্ডল দাবি ২২।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রাণীনগর ২১ শতকের কাত ৩।০ আঃ ১৫৲ থং ৩৫৩ রায়ত স্থিতিবান।

২৩ থাং ডিঃ অমিয়বালা দেব্যা দেং ১ আশালতা দেব্যা ২ অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ১নং এর স্বামী ও ২নং এর পিতা ৶কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য দাবি ৫০৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা থং ৭১।৫৩১নং জমি ৮৶০ শতক জমা ১০৲ প্রজা বন্দোবস্ত আঃ ২৫৲

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪৮৩ থাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দেং বিজয়কুমার সাহা দিং দাবি ৯০।৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেজুর ৫-৭৫ শতকের কাত ২৩৷৷৮ আঃ ২৫৲ থং ২০০

৬৬৬ থাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং শিবরাণী দেবী দাবি ১২৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৩ শতকের কাত ৵০ আঃ ৫৲ থং ২৫১ রায়ত স্থিতিবান।

৬৬৮ থাং ডিঃ ঐ দেং পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় দাবি ৩১৷৷/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেগুা জামুয়ার ১-৫২ শতকের কাত ৬৲ আঃ ২৫৲ থং ৭৩৮।৪৪ রায়ত স্থিতিবান।

৪৭৭ থাং ডিঃ নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং সাওকত আলী সেখ দিং দাবি ৭৪৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ২-২৮ শতকের কাত ১১।৵৩ আঃ ২০৲ থং ৪০১

৪৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩০৷৷৵৩ থানা ঐ মৌজে বাড়ালা ৯৮ শতকের সেস।৵২ আঃ ১০৲ থং ৫৭৩

৫৯৭ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং পঙ্কজিনী দাসী দাবি ১৪৭৶/৩ থানা সুতি মৌজে ভাহিনা ৭-২৮ শতকের কাত ২৪।/৩ জমার সামিল আঃ ১০০৲ থং ২৬০

৬৫৭ থাং ডিঃ ঐ দেং বাঁকাইচন্দ্র দাস দিং দাবি ৫৯৶৵৬ থানা ঐ মৌজে হিলোড়া সামিল চাঁদপুর ৬-০১ শতকের কাত ৬৶৮ আঃ ২৫৲ থং ১১

৫৫০ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং দেবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দাবি ২১৶/৯ থানা সুতি মৌজে ইসলামপুর ৫০ শতকের কাত ২।৵০ আঃ ২০৲ থং ৮১, ৮২

৫৫৭ থাং ডিঃ ঐ দেং অহেদুল্লা মণ্ডল দিং দাবি ২৯।৵০ থানা ঐ মৌজে নয়া বাহাদুরপুর ১-৩১ শতকের কাত ৪৲ আঃ ৫৲ থং ১০৫, ১০৬, ৩৪

৫৫৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৫/৯ থানা ঐ মৌজে বাহাদুরপুর ৫৯ শতকের কাত ৩৲ আঃ ২০৲ থং ৩৫

৪২ মনি ডিঃ কিশনচন্দ্র দাস দেং গোপালচন্দ্র দাস দিং দাবি ২২২৵৬ থানা সুতি মৌজে খিদিরপুর।৩৶ কাঠার কাত।৵০ উত্তর ছ্যা বৃক্ষাদি সমেত আঃ ৩০৲ থং ১৭ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৫৩ শতকের মধ্যে অর্দ্ধাংশ ২৬৷৷০ শতক পুকুর পূর্ব্ব কিনারা ৪ পেড় বদরী বৃক্ষ সমেত।

৪৩ মনি ডিঃ চতুর্ভুজ সেরাওগী দিং দেং হরিপদ সাহা দাবি ৮৪।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিনোদিঘী ২৯ শতকের কাত ২৵১০ আঃ ৪০৲ থং ৬৫, ২৪৭, ৩০৫ রায়ত স্থিতিবান।

৪৪ মনি ডিঃ কোবাদ আলী সেখ দেং বেলাল সেখ দাবি ২০২।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৫ শতকের কাত ১৵৪ আঃ ৫০৲ থং ৮৬৮

৫৪ মনি ডিঃ শিরিষচন্দ্র মণ্ডল দেং ছবিলাল ঘোষ দিং দাবি ৭৪৪৶/৩ থানা সুতী মৌজে কাদোয়া ৮৩ শতকের কাত আঃ ১০০৲ থং ২৩৬

৩৮ স্বত্ব ডিঃ রাজপতি তেওয়ারী দিং দেং প্রণব কুমার দাস দিং দাবি ২৮৫।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর সেকন্দরা ৪-১৯ শতকের কাত ১১।০ আঃ ১০০৲ থং ১২৩

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই মার্চ্চ ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪৩৪ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং ভক্তিভূষণ মণ্ডল দাবি ১৫।৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ১-৩৩ শতকের কাত ৪॥৵০ আঃ ৫৲ থং ৩৪২,৩১৯

৪২৬ থাং ডিঃ সাতকড়ি ঘোষ মৃত্যান্তে ওয়ারিশ নাঃ বক্রেশ্বর ঘোষ দিং দেং নাজলু সেখ দিং দাবি ২৩।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে শ্যামপুর ৬৭ শতকের কাত ২।৵০ আঃ ১০৲ থং ১৫৬

৪২৩ থাং ডিঃ শিবরাণী দেবী দেং সেবাইত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দাবি ৩১৩/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে বাবুরীগ্রাম ১২-৮৪ শতকের কাত ১৯৵৬ আঃ ২৫০৲ থং ৯৮ অধীনস্থ থং ৯৯ রায়ত স্থিতিবান

৪১২ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং হজনি বিবি দিং দাবি ২৭।৩ থানা ফরাক্কা মৌজে মমরেজপুর ৩-৩৮ শতকের কাত ১১।১১ আঃ ১৫৲ থং ১৪৮

৪১৩ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং আবদুল সাত্তার বিশ্বাস দিং দাবি ৩১॥/৯ মৌজাদি ঐ ১০-২২ শতকের কাত ১২।/২ আঃ ১৫৲ থং ৩৮৯

৪১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মোজাফর হোসেন দিং দাবি ১৩।৵৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ২৮ শতকের কাত ৸৵০ আঃ ৫৲ থং ২৭১৫

৪১৬ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং বিলাত সেখ দিং দাবি ১৬॥৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মহাদেবনগর ১৯ শতকের কাত ১৸/১০ আঃ ৫৲ থং ৮৯১

৩২৬ থাং ডিঃ ঐ দেং প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ৪১।৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে কালিকাপুর ৮৫ শতকের কাত ৪।১ আঃ ১০৲ থং ১৩১

২৯২ থাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং সায়ারা খাতুন বিবি দাবি ৫৯৲৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দাঁতিয়া অনন্তপুর ৭/১৲১১ ধুলের কাত ৮।৶৩ আঃ ৪০৲

৩২৯ থাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং গোলচেহারা বিবি দিং দাবি ২৫।৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে কোতলা ১-৫৪ শতকের কাত ৪॥/১৫ আঃ ৫৲ থং ৭৭

৩৩০ থাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং নাবের সেখ দাবি ১৪॥৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে বেলইপাড়া ১৩ শতকের কাত ১।৶/১৫ আঃ ৫৲ থং ২৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৮ থাং ডিঃ জনাব মহম্মদ আলি বিশ্বাস দেং জগন্নাথ দাস দাবি ১২॥৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কামালপুর ৩৩ শতকের কাত ॥৵৩ আঃ ১০৲ থং ৫৪

১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ওয়াসেক আলি খাঁ দাবি ১৬৸৵০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কামালপুর ৬৬ শতকের কাত ১॥৵৬ আঃ ১০৲ থং ৪১ (ক) (খ) ৪২, ৪৩

২০ থাং ডিঃ ঐ দেং মহম্মদ পাঞ্জাব আলি খাঁ দাবি ৩২॥৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৯৮ শতকের কাত ৫৵৬ আঃ ১০৲ থং ৪১ (ক) (খ) ৪২, ৪৩

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা, নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য — সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম" — ৩৩।২, বিডনষ্ট্রীট, ও ২০, [illegible] ষ্ট্রীট — কলিকাতা; ৩১-১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা